মেহেরপুরে জিয়াউর রহমান এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা

মেহেরপুরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌর ঈদগাহ রোডে অবস্থিত জেলা বিএনপির কার্য্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় গণতন্ত্র দিয়েছেন এবং তারুণ্যের প্রতীক তারেক রহমান নব্য স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নতুন করে শপথ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাজন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ফয়েজ মহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, বার কাউন্সিলের সদস্য মোঃ মকলেসুর রহমান স্বপন।

জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় ও জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি‘র পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা নবীন দলের সাধারণ সম্পাদক, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন আলীসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট প্রধান ও নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা পরবর্তীতে পথচারী ও স্থানীয়দের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ

মেহেরপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)’র অর্থায়নে মেহেরপুর সদর উপজেলার বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডঃ ইয়ারুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সদর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৫ জন ছাত্রীর মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলমের সভাপতিত্বে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম, লতিফুনেছা লতা।এসময় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন।

গাংনীতে আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন

বেসরকারী ব্যাংক আইএফআইসি এর গাংনী উপশাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। মেহেরপুরের গাংনী শহরের কাথুলী মোড়ে এ উপশাখার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

আইএফআইসি ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখার ম্যানেজার হাসানুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথী ছিলেন, গাংনী পৌরমেয়র আহম্মেদ আলী,

বিশিষ্ট ব্যবসায়ি আলফাজ উদ্দীন ও গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান।

সভাপতি ও আইএফআইস ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখার ম্যানেজার হাসানুর রহমান বলেন, অন্যান্য ব্যাংকের চেয়ে এ ব্যাংক গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান করবে। সকল ধরণের হিসাবের গ্রাহকগনের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে কোন সার্ভিস চার্জ কর্তন করবে না। বরং প্রতিটি হিসাবের অনুকুলে রাখা টাকার লাভ্যংশ দেয়া হবে। স্বল্প সুদে দেয়া হবে গৃহ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মানের ঋণ। তাছাড়াও অত্র এলাকার ব্যবসা বাণিজ্য গতিশীল করার ক্ষেত্রে এ ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরে বিক্রয়কর্মীর লাশ উদ্ধার

মেহেরপুর পৌর শহরের পৌর ঈদগাহ পাড়ায় গন্ধরাজ নারকেল তেল কোম্পানীর কবির হোসেন নামের এক বিক্রয়কর্মীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ঈদগাহ পাড়ার রিপন হোসেন নামের এক ব্যক্তির বাড়ির তিনতলার একটি কক্ষ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। কবির হোসেন মাগুরা জেলার বাসিন্দা। কবির হোসেন ঐ বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

জানাগেছে, গত ৩ জুন তিনি ঐ বাসায় ভাড়া ওঠেন। এবিষয়ে বাড়ির মালিক মোঃ রিপন বলেন, কবির হোসেন গত ৩ জুন এসেছে আমার বাসায়। আলেয়া ষ্টোরের মালিকের ছেলে মহব্বত ভাই নিজে এসে তাকে আমার বাসায় তুলে দিয়ে যায়। আমি তার পরিচয় জানলাম বলল মাগুরায় বাসা। আমি বললাম ভাড়া তো এডভান্স দিয়া লাগবে। তখন কবির বললেন ১০ তারিখে বেতন পাবে তারপরে আপনার টাকা দিব। খাওয়ার টাকাও দেয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোন কোম্পানির তিনি বললেন লালবাগ কেমিক্যাল গন্ধরাজ তেলের অর্ডার কাটি।

প্রতিদিনের মত সে গতকাল (০৯জুন) রাতের খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাইছে, আমার একসাথে রুমে বসে গল্পগুজব করলাম, আম খেয়েছি। সে আমাকে বলল ভাই আমি ঘুমাইতে গেলাম। সকালে সবাই নিজ নিজ মার্কেটে চলে যায়। আমার এখানে বিভিন্ন কোম্পানীর ১৮ জন লোক থাকে। সবাই মার্কেটে চলে গেছে। কাজের মেয়ে প্রতিদিনের মত বেলা ১১ টায় রান্না করতে আসে। রান্না করতে এসে বলছি কি ব্যাপার একজনের খাবার পরে আছে কেন? উনি বলছে কে খাইনি কে খাইনি। লোক খুঁজতে খুঁজতে দেখে কবিরের রুম খোলা। লোকটিকে দেখার পর বলছে বাপ উঠে খেয়ে নাও খেয়ে নাও।

তিনি ওঠেনা আরেকজন আবার গ্যাস দিতে এসেছিল। খালা ওনাকে বলছে বাপ ঐ লোকতো উঠছেনা দেখতো, উনিও ডেকেছে, পরে হাতের পালস চেক করে দেখছে হাতে পালস নেই।

পরে আমাকে ফোন দিয়েছেন বলে ভাই দ্রুত বাসায় আসেন। আমি এসে দেখছি এই অবস্থা। তখন আমি প্যানেল মেয়র ও তার ডিলার পয়েন্ট মহব্বত ভাই কে ফোন দিলাম। তিনি আসলেন পাড়া-মহল্লার লোক ও আসলে এসে দেখছে এই অবস্থা স্ট্রোক করে মারা গেছে। তার পাশে মোবাইলটা পড়েছিল। মোবাইলে দুলাভাই নামে একটা নাম্বার সেভ করা ছিল। আমি সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে তাদের খবর দিলাম। তো উনারা উনাদের মত পদক্ষেপ নিয়ে আসছে। উনার বোন বোনাই ও ভাগ্নি রওনা দিয়েছে এখন যখন পৌঁছাইনি। পুলিশকে জানানো হয়েছে।

এবিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা জানান, প্রাথমিকভাবে তার মৃত্যর কোন ক্লু পাওয়া যায়নি। তার পরিবারের লোকজন এখনও পৌছায়নি। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ডের টয়লেট ব্যবহারের

অনুপযোগী

দির্ঘদিন ধরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে আছে মুজিবনগর সরকারী স্বাস্থ কমপ্লেক্সের মহিলা ওয়ার্ডের টয়লেট। দুইটি ওয়ার্ডের মহিলা রুগীদের একমাত্র সম্বল পুরুষদের টয়লেট। এতে করে বিপাকে রয়েছে ডায়রিয়া রুগীরা।

বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালে গিয়ে জানা যায়, টয়লেটের বাস্তব রুপ। পুরুষ ওয়ার্ডের টয়লেট ঠিক থাকলেও মহিলা ওয়ার্ডের দুইটি টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী অবস্থায় পরে রয়েছে। এমনকি বেসিনও রয়েছে জাম। বাথরুমে যাবার মত কোন অবস্থায় নেই মহিলা রুগিদের। এতে করে কষ্ট করে পুরুষ ওয়াঢেডর টয়লেট যেয়ে রুগিদের প্রয়োজনীও চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুইটি ওয়ার্ডে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ২৮ জন রুগী ভর্তি আছে। এর মধ্যে ডায়রিয়া রুগী রয়েছে ৪ জন। কিন্তু এই ২৮ জন রুগীদের টয়লেট করার জন্য একমাত্র সম্বল হয়ে পরেছে পুরুষ ওয়ার্ডের টয়লেটটি।

হাসপাতালের কয়েকজন ষ্টাফ জানান, প্রায় ৬ মাসেরও অধিক টয়লেট দুইটি আবদ্ধ অবস্থায় পরে রয়েছে। এতে করে কষ্ট করে মহিলাদের পুরুষ ওয়ার্ডের টয়লেটে যেতে হয়। বাইরে টয়লেট করতে যেয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়।

কয়েক মাস আগে হাসানুজ্জামান লাল্টুসহ স্থানীয়রা টয়লেটটি ঠিক করে দিয়ে গেলেও আবারো একই অবস্থায় পরে রয়েছে।
মহিলা ওয়ার্ডের রুগিদের স্বজনরা জানান, আমরা এসে থেকেই দেখছি টয়লেট আবদ্ধ অবস্থায় পরে আছে। ডায়রিয়া রুগি নিয়ে বাইরের টয়লেটে যাওয়া খুবই কষ্টকর।

হাসানুজ্জামান লাল্টু বলেন, দির্ঘদিন ধরে টয়লেট আবদ্ধ অবস্থায় পরে রয়েছে। আমি কয়েকবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নলেজে দিয়েছি। এমনকি আমার ব্যাক্তিগত খরচে দুইবার টয়লেট ঠিক করে দিয়ে এসেছি। আসলে একজন রুগির জন্য বাথরুম অবশ্যই গুরুত্বপূর্ন। কিন্তু বার বার বলার পরও কোন সুরোহা হয় না। অবশ্যই দ্রুত টয়লেট সহ প্রয়োজনীও জিনিসগুলো ঠিক করার প্রয়োজন।
মুজিবনগর স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাঃ মুজিবুর রহমান জানান, মুজিবনগরে আমার পোষ্টিং হওয়ার আগে থেকেই

টয়লেট আবদ্ধ অবস্থায় পরে আছে। তবে আমরা কয়েকবার টয়লেট ঠিক করেছি। আসলে সমস্যাটা হলো রুগিরা সবাই সচেতন না, তারা টয়লেটে যেয়ে ময়লা আবর্জনা প্যানের ভিতরে ফেলে রেখে আসে। এতে করে ঠিক করার পরও পাইপ জাম হয়ে যায়। কয়েকমাস আগে ভালেভাবে টয়লেটটি পরিষ্কার করার জন্য সিভিল সার্জনের কাছেও আবেদন করা আছে।

মেহেরপুর হাসপাতালের বড়বাবু হাবিব কোটিপতি!

১২তম গ্রেডের কর্মচারী হিসেবে ২১৩৮০ টাকা স্কেল অনুযায়ী সর্বসাকূল্যে ৩১ থেকে ৩২ হাজার টাকা মাসিক বেতন পান মীর হাবিবুর রহমান। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের প্রধান অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক (বড়বাবু) পদে কর্মরত রয়েছেন। করেননা কোন ব্যবসাও। চাকরিবিধি অনুযায়ী ব্যবসাও করতে পারবেন না। কিন্তু আলাদিনের চেরাগ পাওয়ার মত কয়েক কোটি টাকা সম্পদের মালিক বনে গেছেন তিনি। তার এ সম্পদের উৎস কি? এ নিয়ে হাসপাতালের স্টাফদের মধ্যে চলে আলোচনা।

মীর হাবিবুর রহমান হাবিব একই কর্মস্থলে রয়েছেন ১৩ বছর। এর আগে গানী উপজেলা হাসপাতালে ছিলেন ১৪ বছর। একই জেলায় দীর্ঘদিন থাকায় হাসপাতালের মেডিকেল যন্ত্রপাতি (এমএসআর) ঔষধসহ বিভিন্ন দ্রবাদি, রোগীদের খাবার, মেইনটেনেন্স এমনকি সবক্ষেত্রেই ঠিকাদারদের সাথে তৈরি হয়েছে সখ্যতা। সেখান থেকে কমিশন বাণিজ্যর মাধ্যমে তিনি অর্থবিত্তের মালিক বনে গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালেল দুটি এ্যাম্বুলেন্সকে তিনি নিজের মত করে ব্যবহার করেন। অভিযোগ রয়েছে এ্যাম্বুলেন্সে করে তার স্ত্রী, মেয়েসহ পরিবারের সদস্যদের গাংনীসহ বিভিন্ন স্থানের যাতায়াত করেন প্রতিনিয়ত।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর কমপক্ষে চার কোটি টাকার এমএসআর ক্রয় করা লাগে। কোন কোন বছর অতিরিক্ত বরাদ্দও দিতে হয়।

যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তখন সেই এমপির সাথে সখ্যাতা গড়ে

তুলেন মীর হাবিবুর রহমান। ২০১৯ সালে জাতীয় নির্বাচন কালীন সময়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত প্রতিবেদনের ফলে তাকে বরিশালে বিভাগে বদিল করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাবলে তিনি সেই বদলি আদেশ পরিবর্তন করে একই স্থানে রয়েছেন।

মীর হাবিবুর রহমানের সম্পদ অনুসন্ধান করে জানা গেছে, মেহেরপুর শহরের নতুন পৌর ঈদগাহের সামনে তিন তলা ভবন একটি, পাশেই একতলা আরেকটি ভবন একটি মহিলা মাদ্রাসাকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। জমিসহ ভবন দুটির মূল্যে কোটি টাকার বেশি হবে। গাংনী বাজারের স্মরণিকা মার্কেটে হাবিবা লেডিস কর্ণার নামের গার্মেন্টস, যেখানে প্রায় অর্ধকোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। নিজ গ্রাম মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুরসহ বিভিন্ন স্থানে ২৫ থেকে ৩০ বিঘা জমি ক্রয় করেছেন। যার মূল্যে কোটি টাকার বেশি। মীর হাবিবুর রহমানের তিন মেয়ে ও এক পুত্র সন্তান। ছেলে একটি নামকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসই কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লেখাপড়া করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালেল কয়েকজন চিকিৎসক ও স্টাফ জানান, হাসপাতালের বড়বাবু হাবিব কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন শুধুমাত্র কমিশন বাণিজ্য করে। দীর্ঘদিন একই কর্মস্থলে থাকার কারণে তিনি এই সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া বড়বাবু হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে পারেন না। দ্রুত তার সম্পদের তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

হাসপাতালের এক এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার জানান, বড়বাবু যা বলে তাই করতে হয়। হাসপাতালের দুটি এ্যাম্বুলেন্সকেই তিনি নিজের প্রয়োজনের ব্যবহার করেন। আমরা ছোট চাকরি করি। আমাদের চাকরি হারাতে হয় এমন কোন নিউজ করেননা ভাই।

প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক মীর হাবিবুর রহমানের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, মোবাইলে সব কথা বলা যায় না। পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছি ৮বিঘা। পরে আমি কিছু কিনেছি। সব মিয়ে ১৫ থেকে ১৬ বিঘা জমি হবে। এছাড়া বিভিন্ন সময় বড় জামাইয়ের সাথে ভূষি মালের ব্যবসা করি। এভাবেই টাকা হয়েছে। কমিশন বাণিজ্যসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়ে তিনি বলেন, কিছু লোক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসকল তথ্য রটিয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল

ইসলাম বলেন, প্রধান সহকারী মীর হাবিবুরের রহমানের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাইনি। কমিশন বাণিজ্য, এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের বিষয়গুলো প্রথম শুনলাম। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে তিনি যদি এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করে থাকেন তাহলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নে ২০২১-২২ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ৭ নং সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে এবছরের সম্পূরক আয় এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ১কোটি ৫১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০০ টাকা|

৩০ মে রবিবার সকাল দশটার সময় ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে বাজেট পেশ অনুষ্ঠানে বাজেট পেশ করেন ইউপি সচিব আব্দুল মতিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক।

বাজেটে রাস্তাঘাট, হাট বাজার উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ, গ্রামীণ খেলাধুলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতাসহ বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। করোনাকালীন মুহূর্তে স্বল্প পরিসরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য,ইউপি সদস্য সহ ইউনিয়নের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাস্তবতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক।

গাংনীতে অপহরককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা গ্রামে অপহরণকারীকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। বুধবার দুপুরে এ ঘটনাটি ঘটে। ওই অপহরণকারীর নাম আনোয়ার হোসেন। সে শরিয়তপুর জেলার জাজিরা থানার কলিমচর গ্রামের আলাউদ্দীনের ছেলে।

পীরতলা গ্রামের সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ওয়ারেন্ট অফিসার তোফাজ্জল হোসেন জানান, আনোয়ার হোসেন, একটি পিকাপ (যার নম্বর-ঢাকা মেট্রো- ন- ১৫- ৮৫৯২) যোগে রামনগর গ্রামের জুয়েলসহ তিনজন এক নারীকে অপহরণ করতে আসে। এসময় ওই নারীর চিৎকারে এলাকাবাসি এসে তিনজনকেই আটক করে।

এদিকে খবর পেয়ে স্থানীয় ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি টীম ঘটনাস্থলে আসলে স্থানীয় লোকজনের সাথে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এসময় জুয়েল ও তার আরেক সঙ্গী কৌশলে সটকে পড়ে। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশের সাথে ভুলবুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে অপহরককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, পুলিশের কাছে একজনকে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসি। তাকে জিজ্ঞাবাদ করা হবে এবং কেউ অভিযোগ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীর বামন্দীতে সাংবাদিকের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দী বাজারে পুলিশ ক্যাম্পের অদূরে

সাংবাদিক নুহু বাঙ্গালীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার দুপুরে চোরেরা বাড়ির মুল ফটকের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। চোরেরা স্টীলের আলমারী ভেঙ্গে নগদ সাড়ে ১২ হাজার টাকা ও একটি স্যামসাং স্মার্ট ফোন চুরি করে পালিয়ে যায়।

নুহু বাঙ্গালী জানান, তিনি তার ক্লিনিকে ও মিসেস হুদা তার কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত ছিলেন। সবার অনুপস্থিতিতে চোরেরা এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, চুরির ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। ক্যাম্প পুলিশের মাধ্যমে খবর নিয়ে চোর সনাক্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

“শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতা মূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)” এপ্রিল- জুন, ২০২১ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ৫ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা শেষ হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাসুদুল আলম। জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কে এম জাহিদ হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ও রিসোর্স পারসন হিসেবে বক্তব্য রাখেন- শিশু বিষয়ক জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. হাবিবুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন – প্রশিক্ষণার্থী সাইফুল ইসলাম ও আলেমা সুলতানা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাসুদুল আলম বলেন- চাকরির পিছনে না ছুটে প্রশিক্ষণ নিয়ে উদ্যোক্তা হন। তাহলে নিজেই কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবেন। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রশিক্ষণ নিয়ে যেটা শিখি সেটা অন্যের সাথে শেয়ার করি না। প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেরা উদ্যোক্তা হয়ে অন্যদের উৎসাহিত করতে হবে।

উন্নত দেশ গড়তে হলে দূর্নীতি মুক্ত হতে হবে। কিছু কিছু প্রশিক্ষণার্থী বৃক্ষ রোপন, মাছ চাষ সব জায়গায় প্রশিক্ষণ নিতে দেখা যায়। দেশের উন্নয়ন করতে হলে আয় রোজগার করতে হবে। শুধু নিজের আয় বেশি থাকলেই দেশ উন্নয়ন হবে না। সমাজের তথা দেশের উন্নয়ন করতে হলে ব্যক্তি উন্নয়ন করতে হবে। চিত্ত বিনোদনের অভাবে আমাদের দেশের যুব সমাজ মাদকের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ৪০ জন প্রশিক্ষনার্থী ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় অংশ গ্রহন করে।